খসড়া অবস্থানপত্র, ইক্যুইটিবিডি, ১৩ জুন ২০২৪

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫; স্বনির্ভর জলবায়ু অর্থায়ন টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য

১.প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫

মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভ, রাজস্বের হার, ডলার সংকট,আর্থিক খাত সংস্কার সহ নানামূখী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে, টেকসই উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাত্রার চ্যালেঞ্জ নিয়ে গত ৬ জুন মহান জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৪.২ শতাংশ । প্রস্তাবিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা । প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা । ২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬.৭৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে । এটি অর্জন হলে, জিডিপির আকার দাঁড়াবে ৫৫ লাখ ২৮ হাজার ৬৫ কোটি টাকা । প্রস্তাবিত বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়সমূহের জলবায়ু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪২ হাজার ২শতকোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.০৯ শতাংশ,এবং জিডিপি'র ০.৭৬% ।

২. গতানুগতিক ধারার বাজেট

জিডিপি বাড়বে বাজেটের আকারও বাড়বে এটা অর্থনীতির গতানুগতিক ধারা । অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলেও সরকারের আয়-ব্যয়ের বিন্যাস বা গতি প্রকৃতি বদলাচ্ছে না । সাধারনত মধ্যম আয় বা উন্নয়নশীল দেশে বাজেটের আকার জিডিপির ২০ শতাংশের উপরে থাকে । কোথাও কোথাও ২৫ বা ৩০ শতাংশও । আর করের অনুপাত থাকে জিডিপির ১৫-২০ শতাংশ । কিন্তু বাংলাদেশ এই দুই জায়গায় যথেষ্ট পিছিয়ে । জিডিপি'র আকার বাড়লেও প্রস্তাবিত বাজেট জিডিপির ১৪.২ শতাংশ মাত্র । আর কর-জিডিপি অনুপাত এখনো ১০ শতাংশের নিচে । কর্পোরেট কর ছাড়, ফাঁকি ও আদায়ে দক্ষতার ঘাটতি, সক্ষম করদাতারা করের আওতায় না আসা কর-জিডিপির অনুপাত না বাড়ার অন্যতম কারণ মনে করেন বিশ্লেষকরা ।

৩. জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋণের ফাঁদ

উন্নত দেশগুলো প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জলবায়ু অর্থায়নের নামে স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে ঋণের ফাঁদে ফেলতে চাইছে । অনুদানভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে গিয়ে তারা ক্রমশ মুনাফাভিত্তিক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে । জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ঋণ-নির্ভর নীতি গ্রহণ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আরো ঋণ নির্ভর করে তুলছে । এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত জলবায়ু তহবিলের মাত্র ৫% অনুদান এবং বাকি অর্থ ঋণ বা সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে । প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নত দেশগুলির অভিযোজন ও প্রশমনে ৫০:৫০ তহবিল বরাদ্দ দেয়ার কথা, এখনও পর্যন্ত অভিযোজন খাতে বরাদ্দ মাত্র ২০% । আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমেই সবুজ জলবায়ু তহবিলের অর্থ নিয়ে ঋণ প্রদানের জন্য নিবন্ধিত হচ্ছে । প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করছে ।

টিআইবির সাম্প্রতিক গবেষণা অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশের কমপক্ষে ১২ হাজার মিলিয়ন ডলার প্রয়োজনের বিপরীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে অনুমোদিত হয়েছে মোট ১ হাজার ১৮৯.৫ মিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় অর্থের মাত্র ৯.৯% । প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে অভিযোজন প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগই অনুদানভিত্তিক হওয়ায় ঋণভিত্তিক প্রশমন প্রকল্প অনুমোদনে জিসিএফের আগ্রহ বেশি । প্রশমন প্রকল্পে বাংলাদেশ ২৫৬.৪ মিলিয়ন ডলার (৭৬.৯%) অনুমোদন পেলেও অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পে পেয়েছে মাত্র ৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার (২৩.১%) । এর মধ্যে জিসিএফ বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ৭৫% ঋণ এবং ২৫% অনুদান দিয়েছে । এছাড়াও, বাংলাদেশে জিসিএফ সহ-অর্থায়নের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ৯৭% ঋণ এবং ৩% ইন-কাইন্ড দিয়েছে ।

৪. সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ চাহিদা

২০১৪ সালে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে জলবায়ু সংবেদনশীল করার জন্য ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং ২০২০ সালে তা হালনাগাদ করা হয় । সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য নীতি-কৌশল যেমন- বিসিসিএসএপি ২০০৯, জাতীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান [এনডিসি-২০২১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২০২২ এবং অন্যান্য নীতি-কৌশল বাস্তবায়নে বিনিয়োগের চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছে ।

ক. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি ২০০৯) বিসিসিএসএপি'র আর্থিক প্রক্ষেপন অনুযায়ী শুধু অভিযোজন খাতে প্রতি বছর সরকারের ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ।

খ. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০: বিডিপি-২১০০ বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদী ধাপ ২০৩০ সাল নাগাদ ৩৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ চাহিদা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেজন্য বছরে প্রয়োজন হবে ৫.৪২ বিলিয়ন ডলার । সরকারের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে মোট দেশজ উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ ।

গ. জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা [ন্যাপ]-২০২৩-২০৫০: অভিযোজন পরিকল্পনায় ৮টি সেক্টরে ১১৩টি [৯০টি উচ্চ অগ্রাধিকার এবং ২৩টি মধ্য-অগ্রাধিকারসম্পন্ন] উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে । ২৭ বছরব্যাপী বাস্তবায়নযোগ্য অভিযোজন পরিকল্পনায় বর্ণিত ১১৩টি উদ্যোগ বাস্তবায়নে আনুমানিক ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চিহ্নিত করা হয়েছে । সে অনুযায়ী বছরে বরাদ্দের প্রয়োজন হবে ৮.৫ বিলিয়ন ডলার ।

ঘ. জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান [এনডিসি] ২০২১-২০৩০: বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা ও উন্নত বিশ্বের সহযোগিতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২১.৮৫ শতাংশ কার্বন নির্গমন হ্রাসের অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে । উল্লিখিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয়ের ধারনাও অন্তর্ভুক্ত করেছে তারমধ্যে এনার্জি, কৃষি, বনায়ন, ভূমি এবং বর্জ্য খাতে শর্তহীন বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ৩২.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং শর্তযুক্ত বিনিয়োগ এর পরিমাণ প্রায় ১৪০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার । সেই হিসেবে প্রতি বছর সরকারের শর্তহীন বিনিয়োগে ৩.৫৮ বিলিয়ন [৩০ হাজার ৭ শত ৮৮ টাকা] এবং শর্তযুক্ত বিনিয়োগে ১৫.৬৬ বিলিয়ন [১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬ শত ৭৬ কোটি টাকা] ডলার বরাদ্দের প্রয়োজন হবে ।

৫. জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় বাজেটে জলবায়ু অর্থ বরাদ্দের ব্যবধান অনেক

জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে তহবিলের সংস্থান এই মুহূর্তে একটি অন্যতম আলোচিত বিষয় । এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ২৫টি মন্ত্রণালয়সমূহের জলবায়ু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪২ হাজার ২শত ০৬ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০.০৯ শতাংশ ।

গত ৫ বছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দের চিত্র

অর্থবছর	চলতি মুল্যে জিডিপি[কোটি]	মোট জাতীয় বাজেট[কোটি]	মোট জলবায়ু বাজেট[কোটি]	জিডিপি'র % জলবায়ু বরাদ্দ
২০২০-২১	৩৫,৩০,১৮৫	৫৬৮,০০০	২৪০৭৫.৬৯	০.৬৮%
২০২১-২২	৩৯,৭১,৭১৬	৬০৩,৬৮১	২৮০১০.১৩	০.৭১%
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	৬৭৮,০৬৪	৩২৪০৮.৯০	০.৭২%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	৭৬১,৭৮৫	৩৭০৫১.৯৪	০.৭৩%
২০২৪-২৫	৫৫,৯৭,৪১৪	৭৯৭,০০০	৪২২০৬.৮৯	০.৭৫%

তথ্যের উৎস: জাতীয় বাজেট ও টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ অর্থ বছর থেকে ২৪-২৫ পর্যন্ত ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন

বিশেষজ্ঞদের মতে গতানুগতিক ধারায় প্রতিবছর জলবায়ু অর্থায়নের যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবেলায় খুবই অপ্রতুল। যেখানে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য প্রতি বছর জিডিপির নুন্যতম ৩% বা তার বেশি বরাদ্দ দেয়া দরকার সেখানে সরকার বরাদ্দ দিচ্ছে ১% এর কম। সরকারি সূত্র বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রয়োজন হবে ৫৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা বার্ষিক ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার অথচ সরকারে বরাদ্দ ৩.৬০ বিলিয়ন। সে বিবেচনায় সরকারের অবস্থান থেকে এবারের বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ কতটুকু অগ্রাধিকার পেল, তা একটি বড় প্রশ্ন।

প্রস্তাবিত বাজেটে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের চিত্র

মন্ত্রণালয়	বরাদ্দ ২৪-২৫ [কোটি]	জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার	বরাদ্দ ২৩-২৪ সংশোধিত [কোটি	জলবায়ু সম্পৃক্ততার হার
পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	৯৭১.১০	৪৫.৫৮	১,০২৮.৫৬	৪৯.৬৬
পানি সম্পদ	৪,১৭২.০৫	৩৭.২৭	৫,৪৪৯.৯০	৩৭.৩২
কৃষি	১০,২৯৫.৪১	৩৭.৮৩	১২,৬৬১.২৩	৩৮.০৪
মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	১,১৪৫.৫৯	২৬.৭১	১,২৮৩.৯৩	৩২.৮৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২,৫৪৭.০৩	২৩.১৫	২,২৮৫.২০	২১.৫৮
বিদ্যুৎ	২,২১৪.৮৮	৭.৫৮	১,৭০১.৫৭	৬.২৬
জ্বালানি ও খনিজ	১২৭.৪৮	১১.৭৩	৬০.১৩	৫.২৬

৫. জলবায়ু ক্ষয়-ক্ষতি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়

ক. বাড়ছে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ: বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের কান্ট্রি ক্লাইমেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (সিসিডিআর) এর ভিত্তিতে, আইএমএফ ইঙ্গিত করেছে যে, শুধুমাত্র ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাংলাদেশের বার্ষিক গড় ক্ষতি ইতিমধ্যে ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে যা আগামীদিনগুলোতে আরো বাড়বে। ডবিউএমও এর তথ্যমতে, জলবায়ুজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে ২০২১ সালে প্রায় ১১.৩ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে যা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তার জিডিপি'র প্রায় ২.৪৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের "কান্ট্রি ক্লাইমেট ও ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, গুরুতর বন্যার মুখে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি ভিত্তিরেখার তুলনায় ৯% পর্যন্ত কমতে পারে।

খ. ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত উপকূল বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাতে উপকূলীয় ১৯টি জেলায় ১১৯টি উপজেলার প্রায় ৪৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১ লাখ ৩৩ হাজার ৫২৮টি বাড়িঘর আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে ৪০ হাজার ৩৩৮টি। উপকূলীয় জেলা খুলনা, বগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনায় প্রায় ১১১ কি: মি: বেড়িবাঁধ মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে খুলনা বিভাগে ৬১ কিলোমিটার ও বরিশাল বিভাগে ৫০ কিলোমিটার বাঁধের ক্ষতি হয়েছে, ফলে লক্ষ লক্ষ উপকূলীয় মানুষ পানি বন্দী হয়ে পড়ে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী রেমালের আঘাতে আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ৬ হাজার ৮৮০ কোটি টাকারও বেশি। স্থানীয়দের দাবি টেকসই বেড়িবাঁধ থাকলে এত ক্ষয়-ক্ষতি হতো না।

গ. বাড়ছে অভ্যন্তরীণ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির সংকট: জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির ঘটনা আসন্ন বছরগুলোতে আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। আইডিএমসি'র গবেষনা অনুযায়ী ২০৫০ সালে বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনের ১ জন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হবে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট-২০২৪-এ বলা হয়েছে শুধু মাত্র ২০২২ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, প্রতি বছর ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে, প্রতিদিন আনুমানিক ২ হাজার মানুষ ঢাকায় পাড়ি জমাচ্ছে জীবিকার প্রয়োজনে এবং তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশই হচ্ছে জলবায়ু- বাস্তুচ্যুত। ধারনা করা হচ্ছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, নদীভাঙ্গন, ভূমিধস এবং খড়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতার কারনে অভ্যন্তীরণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা আসন্ন বছরগুলোতে আরো প্রকট আকার ধারন করবে।

৪. জাতীয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে আমাদের সুপারিশসমূহ

ক. জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে জিডিপির অন্তত ০৩ শতাংশ বরাদ্দ দিতে হবে

সরকারের গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে পরিমাণ অর্থ সহায়তা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা চলে সে সম্ভাবনা ক্ষীন। একথা অনস্বীকার্য যে, টেকসই জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে একদিকে দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা অপরদিকে মানুষের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বড়াতে হবে। প্রতিবছর দেশের জিডিপির আকার বাড়লেও জাতীয় বাজেটে জলবায়ু খাতে বরাদ্দ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়েনি তা প্রতি বছরের গতানুগতিক বরাদ্দের চিত্রই বলে দিচ্ছে। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা এবং পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন সহ দেশের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদেশি ঋণ নির্ভরতা কমিয়ে নীতি পরিকল্পনা অনুসারে জাতীয় বাজেটে জিডিপির কমপক্ষে ০৩ শতাংশ জলবায়ু অর্থায়ন বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিৎ।

খ. বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বরাদ্দ দিতে হবে

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে অভ্যন্তরীন বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে এবং উক্ত কৌশলপত্র বাস্তবায়নে ২০ বছর মেয়াদী একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ও অধিকার-ভিত্তিক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০৪২ গ্রহণ করে। ৫ বছর অতিবাহিত হলেও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ এখনো স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ বাস্তচ্যুতির কঠিন সংকট মোকাবেলায় শুধু মাত্র কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এখনই তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া জরুরী।

জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ গড়তে হলে বাস্তচ্যুতি প্রশমনে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, এখানে সরকারের বাড়তি নজর দিতে হবে। বিশেষ করে কৌশলপত্রে বাস্তবায়ন কর্মকাঠামোর প্রতিরোধ ধাপকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাস্তচ্যুতি সংকট মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাগুলোর বছর ভিত্তিক অগ্রাধিকার ও বরাদ্দ নির্ধারন করতে হবে এবং সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত করতে হবে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন ও উপকূল সুরক্ষা; বাঁধ নির্মাণের জন্য গতানুগতিক বরাদ্দের বাহিরেও পৃথক [১০০০০- ১২০০০ কোটি টাকা] বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমাল আবারও প্রমাণ করেছে উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো, বিশেষ করে বাঁধগুলো কতটা দুর্বল এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় মোটেও সক্ষম নয়।সরকারি-বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ৭০-৮০% বাঁধই জলোচ্ছাস ও জোয়ারের পানি প্রতিরোধের অনুপোযোগী। কারন এসকল বাঁধের উচ্চতা পূর্ব থেকেই অনেক কম এবং মানসম্মত মেরামত ও বব্যস্থাপনা নিয়মিত নয়। যে কারনে জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার টেকসই বাঁধের প্রয়োজন।

বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও পোল্ডারের পরিমান প্রায় ৫,৭৫৪ কি:মি: (সরকারী হিসাবে)। এছাড়াও বিভিন্ন চরসমুহে আরও পাঁচ থেকে সাত লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে যেখানে কোন বাঁধ নাই। সব মিলিয়ে উপকূলে এই মুহুর্তে প্রায় ৬,৫০০ কি:মি: বাঁধ প্রয়োজন এবং সকল বাঁধ আগামী ১০ বছরের মধ্যে টেকসইভাবে নির্মান করতে হলে বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে প্রায় ১৩০,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১০০০০-১২০০০ কোটি টাকা গতানুগতিক বরাদ্দের বাহিরে পৃথক ভাবে বরাদ্দ দিতে হবে এবং বেড়িবাঁধের মালিকানা স্থানীয় কমিউনিটির কাছে হস্তান্তর করতে হবে।